অভিমত

মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয় যেন লুপ্ত না হয়

মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান

নবম-দশম শ্রেণীর সিলেবাসে বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত যে সকল বিষয় রয়েছে এর মধ্যে কৃষি এবং বালিকা বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য অর্থনীতি চতুর্থ বিষয় হিসেবে চালু আছে, স্টাফিং প্যাটার্নে এ দুটি বিষয়ের শিক্ষকও রয়েছেন অনেক বিদ্যালয়ে। এ ছাড়া অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যয়বহুল বিষয় যেমন- কম্পিউটার, বেসিক ট্রেড, কর্মমুখী শিক্ষা, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি চতুর্থ বিষয় হিসেবে চালু রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব প্রচেষ্টায় বিগত চার দশকেরও অধিক সময় ধরে এ সকল বিষয়ের সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এটা শিক্ষাকে বাস্তবমুখীকরণেরই একটা প্রচেষ্টা বলে আমরা মনে করছি। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ ২০০১ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষার ফল লেটার-গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করার ফলে বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অবলুপ্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ এসএসসি পরীক্ষার এ সকল বিষয়সমূহের নম্বর ফলাফলে যোগ করা হয়নি। ফলে বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্তিত বাস্তবমুখী শিক্ষা সহায়ক বিষয়সমূহ যেমন-কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কম্পিউটার, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব অবস্থা এরকম :

১. যেহেতু ঐচ্ছিক বিষয় সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এবং পরীক্ষার ফলাফলে এ বিষয়গুলোর নম্বর যোগ না হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীই নবম শ্রেণী থেকে বিষয়টি নিয়ে সময়, শ্রম ও অর্থ নষ্ট করতে চাচ্ছে না।

২. নবম-দশম শ্রেণীতে যারা ঐচ্ছিক বিষয় নিয়েছে তারা রীতিমতো ক্লাশে আসে না; মাঝে মাঝে আসলেও মনোযোগ দেয় না।

৩. ক্লাশ টেস্ট বা কোনো টার্মিনাল পরীক্ষা দেয় না বা দিলেও কোনো গুরুত্ব দেয় না।

৪. বিদ্যালয় প্রধান হিসেবে বা শ্রেণী শিক্ষক হিসেবে এ বিষয় সম্পর্কে তাদের অনীহার কথা বিষয় আলোচনা করতে গেলে তারা উত্তর দেয়, 'স্যার আপনারা কি চান আমাদের পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হোক।' ঐচ্ছিক বিষয়ে শ্রম, সময় ও অর্থ নষ্ট করে কি লাভ? জিপিএ বাড়বে না। বরং ঐচ্ছিক বিষয়ের সময়, শ্রম ও অর্থ অন্যান্য আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়ে ব্যয় করলে জিপিএ অবশ্যই বাড়বে।

৫. কোনো শিক্ষার্থী ঐচ্ছিক বিষয় নিলে বা না নিলে তার পরীক্ষার ফলাফলে এ বিষয়ের কোনো প্রভাব তো পড়বে না; এইচএসসিতে ভর্তি হতেও তার ঐচ্ছিক বিষয়ের কোনো প্রয়োজন পড়বে না। ভর্তির ব্যাপারে ঐচ্ছিক বিষয়ের খুবই সামান্য গুরুত্ব দিয়ে যদিও বিগত ১২-০৫-২০০১ তারিখে সংবাদপত্রে কলেজে ভর্তির নীতিমালা না মানলে শিক্ষা বোর্ডসমূহ সংশ্লিষ্ট কলেজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নটরডেম, হলিক্রস, ভিকারুননিসা নূন, আইডিয়েল প্রভৃতি কলেজ নিজস্ব নীতিমালায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা সত্ত্বেও বোর্ডসমূহ কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কাজেই ভর্তির বেলায় ঐচ্ছিক বিষয়কে প্রদত্ত খুবই সামান্য গুরুত্বও কোনো কাজে আসলো না।

৬. বাংলাদেশে হাতেগোনা কয়েকটি কলেজ ব্যতীত প্রায় সকল কলেজেই যেখানে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ছাত্রছাত্রী পাওয়া যায় না সেখানে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর প্রশ্নই আসে না। কাজেই কয়েকটি কলেজ ছাড়া ভর্তির বেলায়ও ঐচ্ছিক বিষয়ের কোনো গুরুত্বই নেই।

ঐচ্ছিক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরে যদি কোনো বেনিফিট পাওয়া না যায় তাহলে কেন শিক্ষার্থীরা এ বিষয় পড়বে? শিক্ষার্থীরা যদি এ বিষয়ের প্রতি কোনো উৎসাহ না দেখায় তাহলে বিদ্যালয়গুলোই বা কেন বিষয়গুলো চালু রাখবে? কাজেই বিদ্যালয়গুলো থেকে আপনা আপনিই বিষয়গুলোর বিলুপ্তি ঘটবে এবং ঘটে যাচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোতে এ বিষয়গুলোর বিলুপ্তি ঘটলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বেকার তৈরির কারখানায় পরিণত হবে এবং গ্রামেগঞ্জে পশ্চাৎমুখিতা আসবে। বিগত ১ নভেম্বর, ২০০১ তারিখে দৈনিক পত্রিকায় দেখা গেলো, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তার বক্তব্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বেকার তৈরির কারখানা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে প্রতি বিভাগ ও জেলা সদরে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আগামী ৩ বছরে দেশের বিদ্যালয়গুলোতে ১০ হাজারেরও অধিক কম্পিউটার সরবরাহ করার কথাও বলেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে কম্পিউটারের গুরুত্ব প্রদান করেছেন, সেখানে গ্রেডিং পদ্ধতিতে কাম্পউটার ও অন্যান্য যুক্তি সম্পর্কিত বিষয়কে মূল্যায়নে না আনায় কম্পিউটারও বিদ্যালয় থেকে হটে যাওয়ার সম্ভাবনা যাচ্ছে।

এ বিষয়গুলো বিদ্যালয় থেকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, সরকার প্রধানের কম্পিউটারের প্রতি গুরুত্ব আরোপকে বাস্তবায়ন এবং শিক্ষামন্ত্রীর উল্লিখিত 'বেকার' তৈরির কারখানাগুলোকে কর্মী তৈরির কারখানায় রূপান্তরের জন্য নিম্নের যে কোনো একটি উপায় যতো শিগগির সম্ভব অর্থাৎ ২০০২ সাল থেকে নবম শ্রেণী থেকে বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরি বলে আমরা মনে করছি :

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর ৩৫ নং পৃষ্ঠায়, অধ্যায় ২০-এর পরীক্ষা ও মূল্যায়ন শিরোনামে ১৬ নং কৌশলে বলা হয়েছে, যেহেতু গ্রেডিং পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষকগণ অভ্যস্ত নন, এই পদ্ধতি চালু করতে হলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। উল্লেখ্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যতীতই গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। আমরা মনে করি পরীক্ষা ও মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার পূর্বে পাঠ্যসূচির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। কারণ আমাদের দেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে পাঠ্যসূচি রয়েছে তাতে মূল্যায়নের জন্য গ্রেডিং পদ্ধতি আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা তা ভেবে দেখা উচিত। যেখানে সকল শিক্ষার্থীর বাধ্যতামূলকভাবে একই ধরনের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ নেই সেখানে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রযোজ্য। যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে একই ধরনের বিষয় সকল শিক্ষার্থীকে পড়ানো হয় সেখানে গ্রেডিং পদ্ধতির চেয়ে ডিভিশনই শিক্ষার্থী মূল্যায়নের উত্তম ব্যবস্থা

২. গ্রেডিং পদ্ধতি বহাল রাখা হলে ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরকে ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বর থেকে নিয়ম অনুযায়ী ৪০ নম্বর বাদ দিয়ে বাকি নম্বরের ওপর গ্রেড ও গ্রেড পয়েন্ট বের করে ৮ দিয়ে ভাগ করলে ফলাফলে যা আসবে তা অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত জিপিএ-এর সঙ্গে যোগ করতে হবে। উল্লেখ্য, ঐচ্ছিক বিষয়ের জিপিএ অন্যান্য বিষয়ের প্রাপ্ত জিপিএ-এর সঙ্গে যোগ করলে ৫-এর অধিক হলেও সর্বোচ্চ ৫ বহাল থাকবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ৮০-২০০ এই ধাপটিকে ভেঙে দুটি করতে হবে।

৩. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর ৪৮-৫০ পৃষ্ঠায় সংযোজনী ২-এ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম-দশম শ্রেণীর বিষয় তালিকায় বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য যে সকল বিষয় প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে এর মধ্যে সকল বিভাগের জন্য :

ক. আবশ্যিক বিষয় ৫টি যেমন বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ধর্ম শিক্ষা এবং সমাজ বিজ্ঞান/সাধারণ বিজ্ঞান—মোট নম্বর ৬০০;

খ. নৈর্বাচনিক বিষয় ৩টি (যে বিভাগের জন্য যা প্রযোজ্য) মোট নম্বর ৩০০;

গ. নৈর্বাচনিক আবশ্যিক (প্রযুক্তি)-১টি যেমন কম্পিউটার, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, হিসাব বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ বিদ্যা, গার্মেন্টস ও অটোসার্ভিস মোট নম্বর ১০০;

ঘ. ঐচ্ছিক ১টি -১০০ নম্বর। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর আলোকে প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ ২০০২ সাল থেকেই নবম শ্রেণী হতে চালুকরণ।

৪. কলেজে ভর্তির নীতিমালা কড়াকড়িভাবে আরোপের মাধ্যমে ভর্তির জন্য ২০০ নম্বর বরাদ্দ রাখতে হবে। ১০০ নম্বর এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর জন্য এবং ১০০ নম্বর চতুর্থ বিষয়ের জন্য নির্ধারিত থাকবে। এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএকে এবং চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত জিপিএকে ২০ দিয়ে গুণ করে যোগ করে মেধা তালিকা তৈরি করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানো যেতে পারে। বিশেষ প্রয়োজনে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। কোনো লিখিত পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। যারা এসএসসিতে চতুর্থ বিষয় নেবে না শুধু তাদের বেলায় ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে।

৫. বর্তমানে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যে সকল বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয় রয়েছে তা নৈর্বাচনিক বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করে নবম শ্রেণীতে ২০০২ সাল থেকে চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিগত চার দশকেরও অধিক সময় ধরে যে সকল বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি থেকে শিক্ষাকে কর্মমুখী ও বাস্তবমুখী করে তুলতে সাহায্য করে আসছে তা আজ বিদ্যালয় থেকে বিলুপ্তির পথে। এ সকল বিষয়কে নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য যতো শিগগির সম্ভব কার্যকর সিদ্ধান্ত ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

মোঃ মুজিবুর রহমান : সভাপতি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কারিগরি শিক্ষক সমিতি।

ঐচ্ছিক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরে যদি কোনো বেনিফিট পাওয়া না যায় তাহলে কেন শিক্ষার্থীরা এ বিষয় পড়বে? শিক্ষার্থীরা যদি এ বিষয়ের প্রতি কোনো উৎসাহ না দেখায় তাহলে বিদ্যালয়গুলোই বা কেন বিষয়গুলো চালু রাখবে? কাজেই বিদ্যালয়গুলো থেকে আপনা আপনিই বিষয়গুলোর বিলুপ্তি ঘটবে এবং ঘটে যাচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোতে এ বিষয়গুলোর বিলুপ্তি ঘটলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বেকার তৈরির কারখানায় পরিণত হবে এবং গ্রামেগঞ্জে পশ্চাৎমুখিতা আসবে।

MAR 12 2002